বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

নির্বাচনী মেনিফেস্টো-২০০৮

* সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন এবং
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া আমাদের অঙ্গীকার *

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশক
আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ
সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশকাল
কার্তিক-১৪১৫
জিলক্বদ-১৪২৯
নভেম্বর-২০০৮

পরিবেশনা ঃ
প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র।

মুদ্রণ ঃ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

বিষয়সূচি

ভূমিকা		
* জোট সরকারের ৫ বছর		
* জোট সরকারের সাফল্য		
* জামায়াতের সাফল্য		
সংসদ নির্বাচন-২০০৮		
মেনিফেস্টো- ২০০৮		
* সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কার		
* সংসদ বিষয়ক সংস্কার		
* প্রশাসনিক সংস্কার		
* প্রতিরক্ষা		
* আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস দমন		
* দুর্নীতি দমন		
* শিক্ষা		
* বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি		
* রেডিও, টেলিভিশন ও গণমাধ্যম		
* অর্থনীতি		
* দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ		
* কৃষি ও খাদ্য		
* শিল্প		
* বাণিজ্য		
* শ্রমিক ও শ্রমনীতি		
* যোগাযোগ ব্যবস্থা		
* পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও অন্যান্য শক্তি		
* সমাজ ও ধর্মীয় জীবন		
* ইসলামী গবেষণা ও প্রচার		
* পরিবেশ সংরক্ষণ		
* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও রফতানি এবং কর্মসংস্থান		
* দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা		
* স্থানীয় সরকার ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং পল-ী উন্নয়ন		
* চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য		
* ক্রীড়া উন্নয়ন		
* মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার		
* নারী ও শিশু অধিকার		
* অমুসলিমদের অধিকার		
* বিদেশনীতি		
* এনজিও (NGO) নীতি		
* পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা		
* উপসংহার		

ভূমিকা

দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সীমাহীন ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাধারণ জনগণের অনেক কোরবানী ও কষ্টের বিনিময়ে আমাদের প্রিয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। এদেশের মানুষ একদিকে গভীরভাবে ধর্ম বিশ্বাসী, অন্যদিকে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। আল্লাহর রহমতে এদেশে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও কর্মক্ষম জনবল। দেশের দৃঢ় মননশীল জনগণের দক্ষতা ও দেশের সম্পদ ব্যবহার করে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালি দেশ গঠন সম্ভব। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য হচ্ছে, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক সুবিচার, আন্তঃ সাম্প্রদায়িক সমঝোতা, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হেফাযত, সকল পেশা-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের অধিকার ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান, গঠনমূলক, কল্যাণধর্মী এবং মানবতাবাদী পদক্ষেপের বাস্তবায়ন করা। তাই জামায়াতে ইসলামী চায় একটি দুর্নীতিমুক্ত, জুলুম-নিপীড়নশূন্য, দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধশালী, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যেখানে থাকবে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা এবং প্রতিটি নর-নারী পাবে পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা।

উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জামায়াতে ইসলামী সকল গণতন্ত্রকামী ও দেশপ্রেমিক শক্তির কল্যাণধর্মী, গণমুখী, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক নীতি এবং কর্মতৎপরতাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে যাবে। দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী এবং কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী সকল অপতৎপরতা প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা হবে। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে এদেশের বিদ্যমান আইন-কানুন বিধি বিধান সংস্কারের মাধ্যমে তা সময়োপযোগী করা এবং ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। জামায়াত বিশ্বাস করে, জনগণের আস্থা, বিশ্বাস, সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই ক্রমান্বয়ে একটি শক্তিশালি, সমৃদ্ধশালী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

জোট সরকারের ৫ বছর

সকল প্রকার দুঃশাসনের অবসান এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সংরক্ষণ, অর্থনীতি পুনর্গঠন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির অবসান, মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া, সর্বোপরি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ও জনগণের অবাধ ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সমন্বয়ে চার দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয় এবং একসাথে আন্দোলন, একসাথে নির্বাচন ও একসাথে সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে দেশবাসী প্রকৃত অর্থে ব্যালট বিপ্লব ঘটায় এবং চারদলীয় জোটকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী করে।

ঘোষণা অনুসারে চারদলীয় জোট-সরকার গঠিত হয়। জোটের শরীক হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রথম বারের মত সরকারে অংশ নেয়। জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে জামায়াতের আসন ছিল ১৭টি, আর মন্ত্রী ছিলেন ২ জন। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৪ জন সদস্যা নির্বাচিত হন। পাঁচ বছর সফলভাবে সরকার পরিচালনার পর মেয়াদ পূর্তিতে বিগত ২৯ অক্টোবর জোট-সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

জোট সরকারের সাফল্য

- জোট সরকারের আমলে দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- রাজনৈতিক ময়দানে একটি স্থিতিশীল ও সহাবস্থানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়।
- জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৭% উন্নীত হয়।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে অর্জিত হয় ব্যাপক অগ্রগতি।
- মাথা পিছু আয় ৩৪০ মার্কিন ডলার থেকে ৪৮২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।
- নিজস্ব সম্পদ দিয়ে উন্নয়ন-ব্যয় শতকরা ৪২ ভাগ থেকে ৫৮ ভাগে উন্নীত করা হয়।
- দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের হার শতকরা ৯ ভাগ কমানো হয় এবং অতি দারিদ্রের হার ২৪% থেকে ১৮% নামিয়ে আনা হয়।

- বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়।
- নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি, উপবৃত্তি চালুসহ মহিলাদের জন্য পৃথক কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়।
- প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য ভাতা ও বিনা সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়।
- সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন পে-স্কেল প্রদান করা হয়।
- টেলিফোন ও মোবাইল ফোনের ব্যাপক বিস্তৃতিসহ তথ্য-প্রযুক্তির মহাসড়কে প্রবেশের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করা হয়।
- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জনগণ, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতায় বোমাবাজদের গ্রেফতার, তাদের নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দেয়া এবং দ্রুত বিচারে সোপর্দ করা হয়।
- শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া এবং নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে যথার্থ যোগ্য নাগরিক তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়।
- মাদরাসা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান প্রদান করা হয়।
- কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- বিপুল সংখ্যক স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা কায়েম করা হয়।
- অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়।

এ ছাড়া আরও বহু কল্যাণধর্মী ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জোট সরকার দেশকে একটি উন্নয়নমুখী স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

জামায়াতের সাফল্য

- বিগত পাঁচ বছর চারদলীয় জোট সরকারে অংশগ্রহণ করে জামায়াতের দুইজন মন্ত্রী দেশবাসীর সামনে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সকল প্রকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যায়-অবিচার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে দক্ষ ও যোগ্যতার সাথে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে জামায়াতের দুই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাদের মন্ত্রণালয়ে কোন দুর্নীতির প্রমাণ না পাওয়া তার বড় প্রমাণ।
- জামায়াতের এমপিগণ জাতীয় সংসদে ভূমিকা পালনের সাথে সাথে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করে জনগণের মধ্যে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
- জামায়াতের আমীর কৃষি মন্ত্রী থাকাকালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সচিবালয় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত কৃষি সেক্টরে ব্যাপক গতি সঞ্চার করা হয়।
- রফতানিযোগ্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি করা হয়।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও কৃষকের ক্ষমতায়নের জন্য "চাষীর বাড়ি-বাগান বাড়ি" প্রকল্প চালু করা হয়।
- সহজে পণ্য বিক্রয়ের জন্য কমিউনিটি মার্কেট প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- বৃক্ষরোপন অভিযানের সাথে ফলজ গাছের রোপণ অন্তর্ভুক্ত করে ফল চাষের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হয়। দেশীয় ফলের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুন হয়।
- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চলতি দায়িত্বের স্থলে পূর্ণকালীন মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়।
- মাঠ পর্যায়ের প্রায় ১২০০০ বণ্টক সুপারভাইজারদের পদ আপগ্রেড করে উপ-সহকারী কৃষি অফিসার পদে পদায়ন করা হয়- যুগান্তকারী এ পদক্ষেপের ফলে কৃষি উন্নয়নে তাদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়।
- দেশে দ্রুত শিল্পায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্পের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্প নীতি-২০০৫ এবং এসএমই উন্নয়ননীতি কৌশল-২০০৫ প্রণয়ন করা হয়।
- দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা আরো বেগবান করার জন্য স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- বিএসটিআই'র আধুনিকায়ন, ন্যাশনাল এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড গঠন, পেটেন্ট অফিস এবং ট্রেডমার্ক রেজিষ্ট্রি অফিসকে একীভূত করে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর গঠন, বিএসটিআই'র আধুনিকায়ন করা হয়।
- বন্ধ শিল্প যেমন কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ (কেপিএম)-এর কস্টিক ক্লোরিন প্লান্ট ও খুলনা হার্ডবোর্ড মিল পুনঃচালু করা হয়।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থান ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে শিল্পোদ্যোক্তা ফোরাম গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

- সফল সার ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের আধুনিকায়ন করা হয়।
- লবন উৎপাদন দ্বিগুন হয়। চিনি শিল্পে প্রথম দু'বছরের প্রচেষ্টায় ১২ বছর ধরে চলা লোকসান বন্ধ হয় এবং ৩য় বছরের শেষে লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়।
- এ সময়ে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়।
- এছাড়াও কৃষি ও শিল্প সেক্টরে অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা হয়, ফলে দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয়।
- জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী থাকাকালে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ, অনুদান, আয়বর্ধক, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করা হয়।
- উপরোক্ত কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের জন্য বাজেট প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি করা হয় ।
- বয়স্ক ভাতাভোগীদের সংখ্যা ৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ১৭ লক্ষে উন্নীত করা এবং ভাতা বৃদ্ধিসহ বাজেট প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি করা হয়।
- গরীব-দুস্থ-অসহায় ব্যক্তিদের জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য ডায়াবেটিক হাসপাতাল, হার্ট ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণে ৮ দফা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা ও বিনাসুদে ঋণ প্রদান এবং প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রদানের স্থায়ী নিয়ম চালু করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়বর্ধক কমসূচী যেমন, মিনারেল ওয়াটার উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও বিপণন ব্যবস্থা চালু করা এবং পণ্যপ্লাষ্টিক দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হয়।

সংসদ নির্বাচন-২০০৮

২০০৮ ঘোষিত নির্বাচনের মাধ্যমেই একটি নির্বাচিত সরকার গঠিত হবে এবং গণতন্ত্রের যাত্রা পুনরায় শুরু হবে বলে সমগ্র জাতি আশা করছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সু-মহান লক্ষ্যে এই নির্বাচনী মেনিফেস্টো প্রকাশ করা হলো।

৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত জোটবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করবে। জনগণ জোটকে বিজয়ী করলে জামায়াত সরকারের অংশীদার হিসেবে যে সমস্ড় কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে প্রচেষ্টা চালাবে তা মেনিফেস্টো আকারে ঘোষণা করছে ঃ

মেনিফেস্টো-২০০৮

সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কার

- শান্ড়িপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক রীতির মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হবে।
- সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আইনী ও নাগরিক অধিকারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- প্রচলিত আইনের সংস্কার ও সংশোধন করে ন্যায় বিচারকে দ্রুততর করা হবে।
- আইন কমিশনকে সক্রিয় ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- আইনের শাসন কায়েম করা হবে অর্থাৎ আইন সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে।
- হরতাল ও অবরোধের মত ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি বে-আইনী করার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্বাচনী আইন, বিধিমালা ও পদ্ধতির যথোপযুক্ত সংস্কার করা হবে।
- দীর্ঘদিন ধরে বিচারের জন্য অপেক্ষমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- আদালতগুলোতে যোগ্য ও ন্যায়-বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।
- সরকারী কৌশলী/আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশাদার ও দক্ষ আইনজীবীদের প্রাধান্য দেয়া হবে।

সংসদ বিষয়ক সংস্কার

- কোন দলীয় বা নির্দলীয় সংসদ সদস্যগণ যাতে পার্লামেন্ট অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে সংসদকে অকার্যকর করতে না পারে সে জন্য সংসদের রুলস অব প্রসিজিউর এবং প্রয়োজনে, সংবিধান সংশোধন করা হবে।
- সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো সংসদের ২য় অধিবেশনেই গঠন করা হবে এবং এ কমিটিগুলোকে কার্যকর ও তৎপর রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশাসনিক সংস্কার

- স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি সৎ, দক্ষ, দায়িত্বশীল, জবাবদিহি ও সেবামূলক প্রশাসন গড়ে তোলা হবে।
- প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি দলীয় দৃষ্টিতে দেখা হবে না। বরং মেধা, দক্ষতা, যোগ্যতা, চরিত্র ও সিনিয়রিটির মাপকাঠিকে বিবেচনায় আনা হবে।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো কার্যকরভাবে গড়ে তোলা হবে।
- প্রশাসনের সকল পর্যায় থেকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও প্রভুসুলভ আচরণ দূর করার প্রচেষ্টা চালানো হবে। এ ব্যাপারে কর্মকর্তাগণকে নৈতিক প্রশিক্ষণদান ও দেশ প্রেমে উজ্জীবিত করা হবে।
- প্রশাসনে তদবীর বাণিজ্য কঠোরভাবে দমন করা হবে।
- প্রশাসনে অহেতুক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে।
- প্রশাসনের সর্বস্তরে E-Governance চালু করা হবে।

প্রতিরক্ষা

- বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে আধুনিক সমরাস্ত্র, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি সময়োপযোগী ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে তোলা হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হবে।
- জাতীয় নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হবে।
- প্রতিরক্ষা শিল্পকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ও উৎসাহিত করা হবে।
- দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ন্যায় ও কল্যাণমুখী আদর্শের ভিত্তিতে দেশরক্ষার চেতনায় উজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- প্রতিরক্ষা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ২০-৩০ বছর বয়সের নাগরিকদেরকে ক্রমান্বয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস দমন

- জনগণের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করা হবে।
- দলমত নির্বিশেষে অপরাধী যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানি, চোরাচালান, মাদকব্যবসা, নারী ও শিশু পাচারসহ সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করা হবে।
- নিরাপরাধ লোক যাতে কোনভাবেই হয়রানির শিকার না হয় তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় পেশাগত ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং উপযুক্ত যানবাহন ও আধুনিক উপকরণে সজ্জিত করা হবে। বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ এক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কার করা হবে।
- কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার করা হবে।
- চোরাচালান, পাচার ইত্যাদি সীমান্ত অপরাধ দমনে প্রয়োজনীয় সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করা হবে।

দুর্নীতি দমন

- জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা দুর্নীতি উচ্ছেদের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে যেন উক্ত প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের পাশাপাশি দুর্নীতি পরায়ণ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- দায়িত্বশীল পদে আসীন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষা

- শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে।
- মেয়েদের মত ছেলেদেরও ক্রমান্বয়ে এইচএসসি পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং এ জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- কারিগরি শিক্ষা, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে জনবলকে বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- ফোরকানিয়া মাদ্রাসাসহ মসজিদ ভিত্তিক গণ শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে। সকল ধর্মের উপাসনালয়ে গণ শিক্ষা চালু করা হবে।
- আলিয়া ও কওমী মাদরাসা শিক্ষা যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বয়স্ক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে।
- শিক্ষার সকল পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তি, কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ সকল আধুনিক ও উন্নততর শিক্ষার পরিবেশ এবং গবেষণাসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।
- সকল পর্যায়ে নৈতিক এবং আদর্শিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।
- সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বীকৃতি ও আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতিতে দলীয় লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করে গুণগত পরিবর্তন আনা হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে।

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ, গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান হবে।
- সু-শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক গভার্ন্যান্স চালু করা হবে।

রেডিও, টেলিভিশন ও গণমাধ্যম

- সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যমে সুস্থ ও সৃজনশীল চিন্তার প্রসার ঘটানো হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।
- রেডিও, টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমে জনগণের চিন্তা-চেতনা ও মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক নৈতিকতাধর্মী অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।
- রেডিও টেলিভিশনসহ সরকারী প্রচার মাধ্যমকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে।
- সংসদে আসন অনুযায়ী দলীয় প্রচার নিশ্চিত করা হবে।

অর্থনীতি

- বিদেশ নির্ভরতা যথাসাধ্য কমিয়ে দেশীয় ও কৃষিজ কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটানো এবং অর্থনীতির সকল সেক্টরে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভরতামুখী নীতি অনুসরণ করা হবে।

- সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুল্ক ও আয়কর বিভাগের আইনসমূহ সংশোধন করে যুগোপযোগী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্প্রসারণ করা হবে।
- সুদের শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকসমূহে ঋণের সুদের হার পর্যায়ক্রমে কমানোসহ আমানত ও ঋণের সুদের হারের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা হবে।
- বেকার যুবকদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘ মেয়াদী সুদ মুক্ত ঋণদিয়ে ব্যবসা ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করা হবে।
- দারিদ্র্য সীমা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা হবে।
- দেশের ভূমি, শ্রম, মূলধন, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বেসরকারী খাতের উন্নয়নের ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান, এ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালাকে আধুনিকীকরণ এবং সরকারী সহযোগিতাকে আরো উদার করা হবে।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ যথাযথ বিনিয়োগের জন্য সকল প্রকার প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা হবে। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষভাবে চীন, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান প্রভৃতি প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বাস্তবমুখী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে।
- দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে, এ সংক্রান্ত নীতিমালা যুগোপযোগী করা এবং বিনিয়োগ বোর্ডকে শক্তিশালী করা হবে।
- দেশের আর্থিক খাতকে গতিশীল ও সুশৃঙ্খল করা হবে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।
- দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে।
- সময় ও সরকারী অর্থ অপচয় রোধ এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাকে পরিবর্তন করে কর্মসূচী ভিত্তিক ধারা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সরকারী অর্থে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন না করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারী দপ্তরসমূহকে কর্মসূচী ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে।
- প্রদত্ত যাকাত আয়কর মুক্ত করা হবে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

- সংকট কালে জনগণের চাহিদা মিটাতে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য, জ্বালানি ও সার আমদানি করা হবে। এব্যাপারে সরকারী ক্রয় আইন ও বিধিমালা সংশোধন করা হবে।
- বে-সরকারী ডিলারের মাধ্যমে ভর্তুকিমূল্যে চাল বিক্রির জন্য প্রয়োজনানুসারে ওএমএস চালু রাখা হবে।
- টিসিবিকে সম্প্রসারণ অথবা নতুন সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে চাল, মুশুর ডাল, সয়াবিন তেল, গুঁড়োদুধসহ ভোগ্যপণ্য ক্রয় ও ভর্তুকিমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।
- চিনির মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে চিনির উৎপাদন, আমদানি এবং বাজারজাত করণ কার্যক্রম বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের আওতায় আনা হবে।

কৃষি ও খাদ্য

- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষিতে ভর্তুকীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।
- আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তা প্রয়োগের জন্য কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা সফল করার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।
- কৃষি উৎপাদনকে বহুমুখীকরণ করা হবে। শস্য, হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু ও মৎস্য চাষের ব্যাপক প্রসার ও এগুলোকে রপ্তানিযোগ্য করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কৃষিখাতকে লাভজনক করার জন্যে ভর্তুকি বৃদ্ধিসহ বীজ, সার ও কীটনাশক সহজলভ্য করা হবে।
- আলু, পেয়াজ, রসুন, আদা, শাক-সজি ও ডাল উৎপাদনে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হবে।

- কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষি বাজার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। এছাড়া প্রাইছ কমিশন গঠন করে উৎপাদন খরচসহ অন্যান্য খরচ বিবেচনা করে সকল ফসলের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা হবে।
- কৃষি ব্যবসাকে লাভজনক ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম এনজিও'র পরিবর্তে ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে।
- কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ এবং সহজশর্তে কৃষি ঋণ ও পলণ্টী ঋণ দেয়া হবে।
- টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সার কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য ভর্তুকির পরিমাণ বাড়ানো হবে।
- কৃষি জমি শিল্পায়ন ও আবাসনের কাজে ব্যবহার না করার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন করা হবে।
- ভূমি আইন সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকদের জন্য আবাদি জমির ব্যবস্থা করা হবে।
- ঢাকা শহর হতে ৬০ মাইল পর্যন্ড় রাস্ড়ার উভয় পার্শ্বের কৃষিজমিসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষি জমিতে শিল্প স্থাপন পরিহার করার বাস্ড়ব পদক্ষেপ নেয়া হবে। শিল্প স্থাপনের জন্য কম উৎপাদনশীল জমি ও উপকূলীয় জমি ব্যবহারের জন্য উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করা হবে।
- কৃষকগণের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপনসহ মূল্যবান ফল-ফসলের সংরক্ষণ, বাণিজ্যিক ব্যবহার ও রপ্তানির ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- কৃষিপণ্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষিপণ্য রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (Agricultural Export Processing Zone) প্রতিষ্ঠা করা হবে। উক্ত অঞ্চলসমূহ বেপজার পরিবর্তে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হবে।
- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়ীঢলসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সকল ধরনের ফসল রক্ষার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের কৃষি-বনায়ন, সামাজিক-বনায়ন এবং চা, রাবার ও ফলমূলের উন্নত চাষের ব্যাপ্তি ঘটানো হবে।
- কৃষি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি শ্রমিক ওয়েজ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- কৃষি সেক্টরে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে কৃষি খাতকে আরো শক্তিশালী করা ও দেশকে ত্বরিত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়কে একীভূত করা হবে।
- ভূমি দস্যুতা রোধকল্পে ভূমি রেকর্ড, নামজারী ইত্যাদি কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করা হবে।

শিল্প

- শিল্পের সম্প্রসারণ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প পণ্য রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিত শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে।
- তেল, গ্যাসসহ খনিজ সম্পদ বিষয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করে দেশীয় উদ্যোগে তেল গ্যাস ও কয়লার অনুসন্ধান ও উত্তোলনকে অগ্রাধিকার এবং বিদেশী উদ্যোগের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুর“ত্ব দেয়া হবে।
- গার্মেন্টস শিল্প বিকাশে দ্র“ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এ শিল্প ধ্বংস করার সকল অপচেষ্টা প্রতিহত করা হবে।
- গার্মেন্টসসহ সকল শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী, আর্থিক সুবিধাদি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য প্রদান করা হবে। তাঁত, পাট, চামড়া, চা, চিনি, লবণ শিল্পের সম্প্রসারণ, সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- খনিজসম্পদ ও বনজসম্পদকে ব্যবহার করে পেট্রোক্যামিকেল্স ইন্ডাষ্ট্রিজ, সার কারখানা, সিমেন্ট, খাদ্য ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা হবে।
- শিল্প কারখানায় কম্বাইন্ড বারগেইনিং এজেন্ট (সিবিএ) হিসেবে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যেন অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে না পড়ে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা না করে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ঔষধ শিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করা হবে।

বাণিজ্য

- দেশীয় শিল্পের বিকাশ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রেখে উপযুক্ত আমদানি ও রপ্তানি নীতি ঘোষণা করা হবে যাতে বিভিন্ন দেশের সাথে বিরাজমান বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায়।
- বাণিজ্যনীতিতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও উৎপাদন উপকরণ আমদানির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।
- অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির বিশেষ উদ্যোগসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিশেষ করে প্রতিবেশী ও মুসলিম বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।
- মুসলিম বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক কূটনীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- বিলাসবহুল গাড়ী, প্রসাধনী ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহিত করা হবে এবং এ সব পণ্যের উপর ব্যাপকভাবে করারোপ করা হবে।
- আমদানি নির্ভরতা কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা নিরূপণ করে সংশ্লিষ্ট নিত্যব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন শিল্প গড়ে তোলা হবে।
- অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি কমিয়ে এবং মাল্টি ন্যাশনাল পুঁজি ও পণ্যের মোকাবিলায় দেশীয় পুঁজি ও শিল্পকে সার্বিক সহায়তা দান করা হবে।

শ্রমিক ও শ্রমনীতি

- শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন কাঠামো এবং পুরুষ-নারীর বেতনভাতায় সমতা আনয়ন করা হবে।
- ৬৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে শ্রমিকদের অবসর ভাতা দেয়া হবে।
- শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ, কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত বা নিহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং স্বল্প বেতনভোগী শ্রমিকদের বাসস্থান, চিকিৎসা ও তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।
- শ্রমিকদের দুর্ঘটনা ভাতা প্রদান করা হবে।
- দেশ থেকে শিশুশ্রম উচ্ছেদ করে তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করা হবে।
- গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের হাত থেকে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করা হবে।
- মহিলা শ্রমিকদের মাতৃকালীন ছুটি নিশ্চিত করা হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

- দেশের সকল অঞ্চলকে দক্ষ পরিবহন নেটওয়ার্কের আওতায় এনে আন্তঃজেলা, আন্তঃউপজেলা ও আন্তঃ ইউনিয়ন সড়ক যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে উন্নতমানের সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ ও সেতু নির্মাণ করা হবে।
- পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। পর্যায়ক্রমে মাওয়া ও পাটুরিয়া এ দু'জায়গায়ই সেতু নির্মাণ করা হবে।
- রেলওয়েকে উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- দেশে নৌ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ব্যবস্থাসহ নৌ-দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- নদী-বন্দরসমূহের সংস্কার, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিরাজমান সংকট দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- নগর ও বিভাগীয় শহরসমূহে নারী ও শিশু যাত্রীদের জন্য পৃথক যানবাহন চালু করা হবে।

- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে আধুনিক ও বাণিজ্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।
- বাংলাদেশ বিমানকে পুনর্গঠন করা হবে। জিয়া আন্ডর্জাতিক বিমান বন্দরকে আধুনিক ও আন্ডর্জাতিক মানে উন্নয়ন করা হবে।
- রাজধানী ঢাকায় পাতাল রেল লাইন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে।

পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও অন্যান্য শক্তি

- দেশের তৈল ও গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধান এবং আহরণ প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।
- অব্যাহত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- গ্রামাঞ্চলে স্বল্পতম সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলার লক্ষ্যে বন্ধু প্রতীম দেশের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি সম্পাদন ও বাস্ড়বায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল এবং কয়লার সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- জাতীয় স্বার্থে বাস্ড়বসম্মত কয়লানীতি প্রণয়ন করা হবে।
- বিদ্যুতের চাহিদা গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা দ্বারা পূরণ করা হবে যেন ইউরিয়া সারের কাঁচামাল হিসেবে গ্যাসের ঘাটতি দেখা না দেয়।
- সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎসহ বিকল্প জ্বালানী উদ্ভাবনের জন্য ব্যক্তিগত/গ্রম্নপ ভিত্তিক/রাষ্ট্রীয় গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে।
- ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করেই জ্বালানী শক্তির ব্যবহার ও রপ্তানির সিদ্ধান্ড় নেয়া হবে।

সমাজ ও ধর্মীয় জীবন

- ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলামী মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও সালাত কায়েম করার যথাসাধ্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- বই, পত্র-পত্রিকা, ইলেকট্রোনিক মিডিয়াতে ধর্মবিরোধী প্রচারণা ও কটূক্তিকারীদের প্রতিরোধ ও শাস্ড়ি বিধানের জন্যে বণ্টাসফেমী জাতীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।
- সকল ধর্মের লোকদের জন্যে পূর্ণ ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- মসজিদ-মন্দির-গীর্জা ভিত্তিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে বাস্ড়বমুখী ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রসহ সকল প্রচার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ যাতে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে অনুসরণ এবং পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- মদ, জুয়া ও যাবতীয় অসামাজিক কাজ ও পাপাচার প্রভৃতি বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনদের সম্মানী ভাতা দেয়া হবে। অন্যান্য ধর্মের একই মর্যাদার ব্যক্তিগণকেও সম্মানী ভাতা দেয়া হবে।

ইসলামী গবেষণা ও প্রচার

- ইসলামের উপর গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রচার কল্পে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন করা হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ ও এর আওতায় ইসলামি মিশনের কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবসহ অন্যান ইমামগণের মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হবে।
- মসজিদ ভিত্তিক সামাজিক কার্যক্রম ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে সমাজে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য ইমামগণকে প্রশিক্ষিত করা হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

- পরিবেশ দূষণ রোধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও উন্নয়নে বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বন-নিধন কঠোর হস্তে দমন করা হবে এবং পরিকল্পিত নতুন বনায়নে উৎসাহ ও সরকারী আনুকূল্য দেয়া হবে।
- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দরিদ্র বেকার যুবকদের সম্পৃক্ত করে চলমান সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- পাহাড়-পর্বত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অপরিকল্পিত ও স্বার্থান্বেষী মহলের পাহাড় কাটা বন্ধ করা হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান

- মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগপৎ নৈতিক ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপকতর করা হবে।
- প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিসহ অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত কর্মক্ষম যুবসমাজের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর, কর্মমুখী ও কারিগরি প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ ও নানাভাবে অর্থায়নসহ সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ট্রেড ও ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হবে।
- দক্ষ, আধা দক্ষ ও অদক্ষ লোকদের জন্য বিদেশে ব্যাপক কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদেশে লোক প্রেরণে সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর করা হবে।
- প্রতিবন্ধীদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনে ব্যাপক ক্ষুদ্রঋণ সহযোগিতা দেয়া হবে।
- তথ্য প্রযুক্তিকে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হবে।
- ব্যাংকগুলোকে তাদের বিনিয়োগের একটা অংশ আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হবে।
- পর্যটন শিল্পকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিকশিত করা হবে। পর্যটক হিসেবে দেশের জনগণকে আকৃষ্ট করার মত পদক্ষেপ নেয়া হবে। পর্যটন শিল্পে ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলা হবে।
- জেলখানার নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে আরও গুরুত্ব দেয়া হবে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা

- শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি, ব্যাংক ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের একটা কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে যাকাত ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হবে।
- প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠিকে কাজের আওতায় আনা হবে।
- নারীর ওপর নির্ভরশীল অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য বিশেষ আর্থিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- উত্তর বঙ্গের মঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে মঙ্গাপ্রবণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল লোকদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ এলাকায় কৃষি বহুমুখীকরণ এবং নিশ্চিত বেতনভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার (guaranteed wage employment) ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং বিধবা ভাতা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হবে।

স্থানীয় সরকার ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং পল্লী উন্নয়ন

- সরকারের বর্তমান কাঠামো, বিশেষ করে রাজধানী কেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
- সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হিসেবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হবে।
- উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা স্থানীয় *সরকার* পরিষদের ওপর ন্যাস্ত করা হবে।
- গ্রামের জনগণের কথা বিবেচনা করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন, জনগণের শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, চিত্তবিনোদন এবং বেকার ও অর্ধবেকার যুবশক্তিকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের আওতায় আনা হবে এবং সরকারী আনুকূল্যে পল্লী গৃহনির্মাণ প্রকল্প চালু ও সুদবিহীন গৃহনির্মাণ-ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

- পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার ও সমৃদ্ধ করা হবে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

- মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করতে গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করা হবে।
- অঞ্চল, গোত্র, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হবে।
- এ লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত প্রয়াস ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও এতে সহযোগিতা করা হবে।
- দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।
- জাতীয় প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নের সামগ্রিক কার্যক্রমকে একই কাঠামো ও সমন্বিত কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।
- শহর ও গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও অসহায় পরিবারসমূহকে স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করে শিশু ও মহিলাদের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।
- স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়কে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা ও প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সকল টিকাদান কর্মসূচিতে সকল শ্রেণীর জনগণের অংশগ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য শিল্প মালিক ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা হবে।
- স্বাস্থ্য হানিকর, ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধ তৈরীর বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ধুমপান ও মাদকাসক্তি দূরীকরণে কঠোর ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতিকে বিজ্ঞান ভিত্তিক করে এর ওপর ব্যাপক গবেষণা ও মানোন্নয়ন করা হবে।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সেকেন্ডারী হেল্থ কেয়ার ও টারসিয়ারী হেল্থ কেয়ার উন্নয়নের জন্য লাগসই অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ সার্ভিস নিশ্চিত করা ও জেলা পর্যায়ে সেবাসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- স্বাস্থ্য-সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারী চিকিৎসক ও সম্ভব হলে সশস্ত্র বাহিনীর মেডিক্যাল কোরকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- কিউরেটিভ হেল্থ কেয়ার এর বাজেট বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয়া হবে।
- রোগ প্রতিরোধকে গুরুত্ব দিয়ে Surveillance এর মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করা হবে।
- মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হারকে কমানোর লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে গড়ে তোলা হবে।
- জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে শতকরা ১২ ভাগ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে।
- চিকিৎসা সেবাকে দুর্নীতিমুক্ত করা হবে।
- জটিল-কঠিন ও গরীব রোগীদের চিকিৎসায় সাবসিডি দেয়া হবে।
- AIDS এবং STDS নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সকল ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। ব্যাপক প্রচারাভিযান চালিয়ে জনগণকে ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত ও সংযত জীবন যাপনে দীক্ষিত করা হবে।
- সেনিটেশন কার্যক্রম একশত ভাগ সম্পন্ন করা হবে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

- দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সকল নাগরিকের উপযোগী সুস্থ ক্রীড়া ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে। স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, পার্ক, শিশু পার্ক এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, সংস্কার, আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।

- আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- দেশে ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার, শুটিং, হকিসহ বিভিন্ন খেলাধুলা বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার

- যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার এখনও সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি তাদের পুনর্বাসন করা হবে।
- পঙ্গু ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হবে।
- মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়কে আরও শক্তিশালী করা হবে।
- মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে এবং সন্তানদের জন্য উপবৃত্তি চালু করা হবে।
- মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণট্রাষ্টকে কার্যকরী করা হবে।
- প্রতি বছর হজ্ব ডেলিগেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

নারী ও শিশু অধিকার

- নারীর যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতানুযায়ী কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা, সর্বত্র নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর সার্বিক অধিকার সংরক্ষণে অসহায় বিধবাসহ দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের লক্ষ্যে সংশোধন ও সামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
- শিশু অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘের ঘোষণানুযায়ী "সবার আগে শিশু" শ্লোগানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিশুশ্রম বন্ধ, পথ শিশুদের পুনর্বাসনসহ যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- এসিড নিক্ষেপ, ঘৃণ্য যৌতুক প্রথাসহ সকল ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

অমুসলিমদের অধিকার

- নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে ।
- দেশের অমুসলিম নাগরিকদের জানমাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং নাগরিক ও আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করা হবে।
- তফসিলী সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধন এবং অমুসলিম ও উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার মর্যাদা রক্ষাসহ শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

বিদেশনীতি

- **"সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়"** এই নীতির ভিত্তিতেই বিদেশনীতি পরিচালিত হবে।
- দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সবার ওপর স্থান দিয়ে বিদেশনীতি ও কার্যক্রমে প্রতিবেশী দেশসমূহসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্ব দেয়া হবে।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় দেশের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখা হবে।
- দেশের মর্যাদা হানিকর কোন চুক্তি বা নীতি গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করা হবে না এবং স্বার্থ পরিপন্থী সকল কালো চুক্তি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের আলোকে পুনর্বিন্যাস ও পুনর্বিবেচনা করা হবে। কোন রাষ্ট্রকে তার সামরিক প্রয়োজনে এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তার পরিপন্থি হয় এমন ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রকে বাংলাদেশের স্থল, জলপথ, সমুদ্রসীমা ও আকাশপথ ব্যবহার করতে দেয়া হবে না।
- আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং একরাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা হবে।

- বর্ণবাদ ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে প্রতিটি জাতিসত্তার স্বতন্ত্র ও সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেয়া হবে।
- ডি-এইট (D-8) ও সার্ক (SAARC)-কে শক্তিশালী করা হবে এবং আসিয়ানের (ASEAN) সদস্যপদ লাভের জন্য বাস্তবমুখী উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ওআইসি অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- বিশ্বের সকল সম্ভাবনাময় শান্তিপ্রিয় শক্তির সাথে আরও দৃঢ় ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলাসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রক্ষা করা হবে।

এনজিও (NGO) কার্যক্রম

- দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগী হিসেবে বেসরকারী দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক ও স্বেচ্ছাসেবীমূলক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের (এনজিও) স্বাভাবিক ও গঠনমূলক কাজে সহযোগিতা করা হবে।
- এনজিওসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য এনজিও ব্যুরোকে আরো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।
- দেশের সর্বত্র এনজিও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- এনজিও কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি মুক্ত করা হবে। বিদেশী-এনজিও নির্ভরতা কমিয়ে আনা হবে।
- এনজিও কার্যক্রমের উপর জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

- বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম অঞ্চল পার্বত্য-চট্টগ্রামের বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষা এবং সেখানে বসবাসরত সকল অধিবাসী, উপজাতি-বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী-হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানসহ তাবৎ জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিকের সার্বিক অধিকার ও ইজ্জতের সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষা এবং সর্বোপরি জীবন-জীবিকার নিশ্চিয়তা বিধানে যথাযথ সাংবিধানিক ও মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় ও পশ্চাদপদ ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ দেশের সকল জনগণের সব ধরনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
- বাংলাদেশের কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-ভাগের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডতা বিরোধী যে কোন ধরনের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী অপতৎপরতা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হবে।

উপসংহার:

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক ইসলামী রাজনৈতিক দল। দেশের মানুষের গণতন্ত্রের প্রতি প্রবল আগ্রহের উপর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাশীল হয়েই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এদেশে উদারনৈতিক সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বহুকাল হতেই আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি উন্নয়নমুখী স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক দেশ গড়ার কাজে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি নিবেদিতপ্রাণ সংগঠন।

বর্তমানে এ দেশের প্রায় অর্ধেক জনগণ দারিদ্র্যে সীমার নিচে বসবাস করে। এ দরিদ্র জনগণসহ মধ্যম আয়ের জনসমষ্টির মৌলিক অধিকার ও চাহিদা পূরণ যেকোন গণতান্ত্রিক সরকারের সর্বপ্রধান ও প্রথম দায়িত্ব বলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই সকল সেক্টরে কল্যাণধর্মী ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে অতি সত্তর একটি মধ্যম আয়ের কল্যাণ

রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে, তা হল -

- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষি, পশু ও মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন,
- দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ,
- দুস্থ ও অসহায় জনগণ তাদের সন্তানাদি যেন দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য দারিদ্র্য বিমোচন শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদারকরণ,
- নারী ও শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনসহ নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোর হস্তে দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্প, শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাণিজ্য, যোগাযোগ, আইনের শাসন, দুর্নীতি দমন, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, প্রভৃতি সেক্টরকে আরো গতিশীলকরণ,
- বেকার সমস্যা দূরীকরণে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমনীতির আধুনিকায়ন,
- দেশের অমুসলিম নাগরিকগণের জানমালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ সকল প্রকার কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ,
- সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ঘুষ দমন করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- সকল ধর্মের নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে যাবতীয় অন্তরায় দুরিকরণ।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশ যাতে একটি শক্তিশালি ও স্বাবলম্বী দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উদীয়মান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আধুনিক গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার শপথ নিচ্ছে।

এক নজরে নির্বাচনী মেনিফেস্টো-২০০৮

* **প্রশাসনিক সংস্কারঃ** প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সু-শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

* **প্রতিরক্ষাঃ** জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা হবে।

* **আইন-শৃঙ্খলাঃ** দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে।

* **দুর্নীতিঃ** দুর্নীতি দমনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

* **শিক্ষাঃ** শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দলীয় রাজনীতি বন্ধ করা হবে।

* **মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকারঃ** বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপযুক্ত সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

* **অর্থনীতিঃ** দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বল্পসময়ের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

* **কৃষিঃ** কৃষকদের কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করা হবে এবং তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে।

* **শিল্পঃ** দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকারী সহায়তাকে সহজ করা হবে।

* **শ্রমিক ও শ্রমনীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তাঃ** অসহায় ও অক্ষম লোকদের অনুদান ও বিনা সূদে ঋণ প্রদান, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

* **নারী ও শিশুঃ** নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

* **পল্লী উন্নয়নঃ** ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদকে উন্নয়নের ভিত্তি বানানো হবে।

* **অমুসলিমঃ** দেশের অমুসলিম নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তাসহ সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

* **ধর্মঃ** আলেম, পীর মাশায়েখসহ সকল ধর্মীয় নেতাকে উপযুক্ত সম্মানে আসীন করা হবে। ধর্মের অর্থাৎ ইসলামের প্রচার ও অনুশীলনে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়া হবে।